আজকের কাগজ ১৪
তারিখ 20 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

সাধুজনের ভন্ডামী প্রসঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সপ্তম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিবারের মতো এবারেও উক্ত প্রতিষ্ঠানে ছাত্রভর্তির (অনার্স) বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে আগামী ২৭ জানুয়ারি হতে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একটানা ছয়দিন ভর্তি পরীক্ষা হবে। পবিত্র মাহে রমজান মাসে বাংলাদেশের আর কোনোও ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে কি না, আমার জানা নেই। বাংলাদেশের আরও অনেক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন (বুয়েট, বিআইটি, মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) আছে, তারাও তো পবিত্র মাহে রমজান মাসে ভর্তি পরীক্ষা নিতে পারতো। কিন্তু কেনো নেয়নি? ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জবাব দেবেন কি? আপনাদের মতো বিজ্ঞজনদের মাথায় কি এই জিনিসটুকু আসেনি, একজন ছাত্রছাত্রীর পক্ষে রোজা রেখে পরপর ছয়দিন ভর্তি পরীক্ষার মতো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা কতো কষ্টকর।

যদি বলেন ধর্ম নিরপেক্ষতা তা হলে কতিপয় ছাত্রের বিরুদ্ধে 'সেকুলার' এর জন্যে 'শো কজ' নোটিস দিলেন কেনো? আর যদি তাও না হয় তা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের আগের অংশ 'ইসলামী' কেটে গাজীপুর কিংবা 'হাজীপুর' আর যদি তাও না মানেন তা হলে 'শেখপাড়া বিশ্ববিদ্যালয় রাখলেই হয়। সত্যিই আপনাদের মতো প্রতিভাবান কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে নেই! আর যদি থাকতো তাহলে কি, তারা আপনাদের মতো পবিত্র মাহে রমজানে ভর্তি পরীক্ষা নিতে পারতো না! রমজানে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার উদ্দেশে যদি 'সেশন জট' কমানোর জন্যেই হয় তবে ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট দিতে যখন তিনমাস লাগে তখন আপনাদের 'সেশন জট' এর হুঁশটা কি মাথা থেকে উবে যায়? হাজার হাজার ধর্মভীরু ছাত্র-ছাত্রীর কষ্টের কথাটি কি একবার ভেবে দেখবেন না।

আমি এই ব্যাপারে ধর্ম ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ পুনঃবিবেচনার জন্যে সবিনয় অনুরোধ করছি।

আকাশ রহমান
৫৮/১ এসসি সাহা লেন
থানা পাড়া, কুষ্টিয়া।